সপ্তম অধ্যায় ঃ রূহানী সাহায্য

অলী-আল্লাহ্গনের নিকট রুহানী সাহায্য চাওয়া জায়েয

দলীল ও প্রমাণঃ

১নং দলীল ঃ তাফসীরে কবীর, তাফসীরে রহুল বয়ান ও তাফসীরে খাযেন, সুরা হউসুফ এর- فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِيْ دَفْعِ الضَّرَرِ وَ الظُّلْمِ جَائِزَةٌ-

অর্থাৎ- কারো যুলুম এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যলোকের (জীবিত ও মৃত) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।

২নং দলীল ঃ মিশকাত শরীফ "বাবু যিয়ারাতিল কুবুর" নামক অধ্যায়ে পার্শ টীকায় (হাশিয়া)(বর্ণিত আছে-

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِيْ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِالْاَنْبِيَاءِ قَدْاَنْكَرَهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَاَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَّةِ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ-قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَبْرُ مُوْسَى اَلْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُّجَرَّبٌ لِاِجَابَةِ الدُّعَاءِوَقَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَنْ يَّسْتَمِدُّ بِهِ فِيْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ-

অর্থাৎ- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য আম্বিয়া কেরাম ব্যতিত অন্যান্য কবরবাসীদের (অলী) নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে অনেক ফকিহ্গণই নিষেধ করেছেন। কিন্তু সুফী মাশায়িখগণ এবং কোন কোন ফকিহ্গণ একে বৈধ বলেছেন। ফকিহ্গণের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)-এর মাযার শরীফ (বাগদাদ) দোয়া কবুলিয়তের জন্য এরূপ কার্যকর, যেমন জহর মোহরা সাপের বিষের জন্য পরীক্ষিত ও কার্যকর। সুফী সাধক উলামাদের

www.sunnibarta.com

মধ্যে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেন- জীবদ্দশায় যাঁর নিকট যাহায্য চাওয়া জায়েয, ইনতিকালের পরও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।" (মিশকাতের আরবী হাশিয়া যিয়ারাতুল কুবুর এবং আল-বাছায়ের, আল্লামা দাজুভী)

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো- যাহেরী ফকিহ্গণের অনেকেই যদিও বা কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নাজায়েয বলেছেন, কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর মত আহলে বাতেন বা তাসাউফপন্থী উলামাগণ কবরবাসীর নিকট রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করাকে জায়েয বলেছেন এবং পরীক্ষিত জহর মোহরা পাথরের ন্যায় কার্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ফতোয়া হিসেবে উক্ত দুজন ইমামের পরীক্ষিত বিষয়ই অগ্রগণ্য হবে।

৩নং দলীল ঃ ফতোয়া লক্ষৌভীতে ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠায় আবদুল হাই সাহেব উল্লেখ করেছে-

"اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْاُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْمَقَابِرِ"- اَىْ اِذَا عَجَزْتُمْ فِىْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِكُمْ فَاسْئَلُوا اللّٰهَ بِوَسِيْلَةِ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ لِتُقْبَلَ بِبَرَكَتِهِمْ دُعَاءُ كُمْ-

অর্থাৎ- "যখনই তোমরা কোন পেরেশানীমূলক বিষয়ে পতিত হও, তখন কবরস্থ অলীগণের উছিলা দিয়ে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর"- এই হাদীসের মর্মার্থ হলো- যখন তোমরা কোন মকসুদ পূরনে ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন কবরবাসীর উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো- যেন তাদের বরকতে তোমাদের দোয়া কবুল হয়। (মজমুউল ফতোয়া পৃষ্ঠা ১৪১-৪২)

৪নং দলীল ঃ আশ্রাফ আলী থানবীর লিখিত ইমদাদুল ফতোয়া ৩য় খণ্ড আকায়েদ ও কালাম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

جواستعانت واستمداد باعتقاد علم وقدرت مستقل هووه شرك ہے اور جوباعتقاد علم وقدرت غير مستقل ہو اوروه كسى دليل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواه مستمد منه زنده ہو ياميت-

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "অলীগণের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে তাঁদের নিকট যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তা শিরক। কিন্তু অলীগণের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করে বরং আল্লাহ প্রদত্ত মনে করে যদি তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং যে কোন প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা তাঁদের উক্ত খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয- চাই তিনি জীবিত হোন- অথবা মৃত"। (ইমদাদুল ফতোয়া)

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন! অতি সাবধানে ও সতর্কতার সাথে আশ্রাফ আলী থানবী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, জীবিত অথবা ইনতিকালপ্রাপ্ত কোন অলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয, তবে তাঁদের ঐ শক্তি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া চাই এবং তাঁদের ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে না করা চাই- বরঞ্চ তাঁদের জ্ঞান ও ক্ষমতাকে আল্লাহ্প্রদত্ত বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁদেরকে উছিলা মনে করে সাহায্য চাইবে। অথচ বেহেস্তী জেওরে তিনি অলীদের কাছে সাহায্য চাওয়াকে সরাসরি শিরক বলেছেন (দেখুন বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)। থানবীর এলেমের দৌড় এতটুকুই।

৫নং দলীল ঃ আশ্রাফ আলী থানবী তার 'নশরুত্তীব' গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্টে কতিপয় আরবী কাসিদার উর্দ্দু তরজমা করেছেন। তন্মধ্যে একটি কাসিদার অনুবাদ নিম্নরূপ-

دستگیری کیجئے میری نبي + کشمکش میں تمہی ہو
میرے ولی-

"হে নবী (দঃ)! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। বিপদে-আপদে আপনিই আমার অভিভাবক"। (নশরুত্তীব)

এতে প্রমাণিত হলো যে, বালা মুসিবতের সময় হুযুর আকরাম (দঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয। দেওবন্দী আলেমগণের এটা মেনে নেয়া উচিত।

৬নং দলীল ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) রচিত "নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী তরজুমাতে সাইয়্যিদিশ -শরীফ আবদুল কাদির" নামক গ্রন্থে হুযুর গাউসে পাক (রাঃ)-এর মশহুর উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। উক্তিটি নিম্নরূপ-

مَنْ نَادَنِيْ بِاسْمِيْ فِيْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنِ اسْتَغَاثَ بِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ حَاجَةٍ

www.sunnibarta.com

قُضِيَتْ- (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

অর্থাৎ ঃ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেন "যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমার নাম ধরে আমাকে ডাকবে, তার মুসিবত দূরিভূত হবে। যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনায় পড়ে আমার নিকট (রহানী) সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার চিন্তা ও পেরেশানী দূর হবে এবং যে ব্যক্তি আমাকে উছিলা করে আল্লাহর নিকট কোন মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবে, তার উক্ত মনোবাসনাও পূর্ণ হবে।" (বাহ্জাতুল আসরার) এখানে গাউছে পাকের সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহ্ প্রদত্ত ও সীমিত। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষমতা মৌলিক ও অসীম।

৭নং দলীল ঃ সাইয়্যেদ জামাল মক্কী হানাফী (রহঃ) তদীয় ফতোয়া 'ফতোয়ায়ে জামালমক্কী' গ্রন্থে একটি প্রশ্নের উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন নিম্নরূপে-

سُئِلْتُ عَمَّنْ يَقُوْلُ فِى الشَّدَائِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- اَوْيَاشَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلّٰهِ- اَوْيَا عَلِيُّ- هَلْ هُوَجَائِزٌ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ- هُوَ اَمْرٌ مَشْرُوْعٌ وَشَيْءٌ مَّرْغُوْبٌ لَايُنْكِرُهُ اِلَّامُعَانِدٌ اَوْ مُتَكَبِّرٌ وَهُوَ مَحْرُوْمٌ عَنْ فُيُوْضِ الْاَوْلِيَاءِ وَبَرَكَاتِهِمْ-

অর্থাৎ- "আমাকে (জামাল মক্কী) প্রশ্ন করা হলো, কোন ব্যক্তি বিপদে পড়ে যদি বলে- "হে আল্লাহর রাসূল! অথবা হে শেখ আবদুল কাদের! অথবা ইয়া আলী! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন"- তাহলে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? তদুত্তরে আমি বললাম, "এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা শরীয়ত সম্মত ও খুবই উত্তম ব্যবস্থা। কোন শত্রুতা পোষণকারী বা অহঙ্কারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে অলীগণের ফয়েয ও বরকত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।"

উপরোক্ত ৭টি দলীল দ্বারা আউলিয়ায়ে কেরাম বা নবী রাসূলগণের নিকট রুহানী সাহায্য চাওয়া, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা- উভয়ই শরীয়ত সম্মত ও বৈধ কাজ বলে প্রমাণিত হলো।

= ০ =

www.sunnibarta.com